Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 11-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

লোকসংস্কৃতি-চর্চায় 'ভারতী' পত্রিকার ভূমিকা: নির্বাচিত সংখ্যাকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষেণ

অঞ্জনা ঘোষ মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্রী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজেশ খান
এম.ফিল ছাত্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abastract

In the history of Bengali periodical, one of the brightest periodical was the 'Bharati'. This periodical made its debut during the late 19th century and was sponsered by the Tagore family of Jorashanko. At that time Rabindranath Tagore was sixteen years old. From the very first edition of 'Bharati' Rabindranath was one of its content writers. His numerous songs, poems, novels, drama and articles were published in it. From 1284 to 1331 bangabda 'Bharati' helped many potential writers in displaying their works and ideas. The history of this periodical's editing is quite interesting and attractive. The first editor of this journal was Dijendranath Tagore the eldest son of Debendranath Tagore. Later at different point of time Swarna Kumari Devi, Hiranmoyi Devi, Sarala Devi, Rabindranath Tagore, Sourindra Mohan Mukhopadhaya, Manilal Gangapadhaya and others took this position as a editor. The primary responsibility in editing this journal was taken by the Tagore family, mainly under the guidance of Sarala Devi, Swarna Kumari Devi and Hiranmoyi Devi. This periodical achived its fame and was delightfully accepted among readers. By using the swadeshi language and swadeshi emotions 'Bharati' became one of the most important printed medium of knowledge discussion based on various ideas and topics.

Mainly in the discussion of Bengal folklore and regional history as a local periodical 'Bharati' played a very important and glorious role. Due to this in the history of folklore study there is a presence of many of the unique properties of this periodical. In the view of folkloristics, 'Bharati' is regarded as institution of Passive Traditional Bearer (PTB) and has a very effective role. Various folklore based articles has been published in 'Bharati' which is highly valuable in the diachronic history of folklore study. In highlighting the cultural heritage of folklore, the folklore related articles published in 'Bharati' has priceless contribution on that context. In our article in terms of the periodical which published selected issues related to the folklore the role of 'Bharati' will be ascertained.

১. ভূমিকা: বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে একটি গৌরবময় সাময়িক পত্রিকা হল 'ভারতী'। স্থায়িত্ব ও দীর্ঘজীবীতার দিক দিয়ে 'প্রবাসী'র পরেই 'ভারতী'র অবস্থান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই অন্যতম লেখক। এখানে তার অসংখ্য গান, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ থেকে ১৩৩১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ দীর্ঘ ঊনষাট বছরের ইতিহাসে ভারতী অনেক সম্ভাবনাময় লেখকের উত্থানে সহায়তা করেছে। এই পত্রিকার সম্পাদনার ইতিহাসটি বেশ আকর্ষণীয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার পরে বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'ভারতী'র ইতিহাস মাধুর্যময়ী হয়ে ওঠে। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরাই প্রধানত এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষ করে সরলা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী প্রমুখ রমণীদের সম্পাদনায় এই পত্রিকা খ্যাতি অর্জন করে এবং সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের কাছে নন্দিত হয়। স্বদেশীয় ভাষায় স্বদেশীয় ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা অনন্য সম্পদ। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পরোক্ষ ঐতিহ্যবাহক' (Passive Traditional Bearer) হিসাবেও এই ধরনের বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। লোকসংস্কৃতির বিষয় সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের রচনা বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, যা লোকসংস্কৃতি-চর্চার কালানুক্রমিক প্রেক্ষিতে চর্চা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এযাবৎ কাল সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়ে বহুমাত্রিক দিক থেকে গবেষণা হলেও লোকসংস্কৃতি-চর্চার প্রেক্ষিত প্রায় অনুচ্চারিত থেকে গেছে। লোকসংস্কৃতির নানান বিষয়ের প্রবন্ধ 'ভারতী'-র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, যা লোকসংস্কৃতি-চর্চার কালানুক্রমিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত মূল্যবান এবং বাংলা সাহিত্য-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস চর্চার ধারায় 'ভারতী' সাময়িক পত্রিকার অধ্যয়ন করা একান্তই জরুরি। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনা সমূহের বিচার ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী, বাঙালি জাতির ভাবাবেগ বা 'Emotional Identity' উপস্থাপন রীতি, জাতির ইতিহাস পুর্নগঠন কৌশল (Strategy of reconstruction of history), সময়ানুক্রমের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ (Collection of Diachronic Perspective), দেশজ সমাজ-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের দেশজ আদল বা দেশজ ঘরানা ইত্যাদি দিকগুলি আমাদের এই আলোচ্য নিবন্ধে লক্ষ্যাভিমুখী দিককে নির্দেশ করবে, যা লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার নানাবিধ দিককে ছুঁয়ে যায়। উক্ত বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান নির্ভর তত্ত্ব-পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের নিরিখে বাংলায় অতি প্রচারিত ও পরিচিত সাময়িক পত্রিকা 'ভারতী'র গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বভূমির ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে এবং তার পরম্পরার বৈভব ছড়াতে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অমূল্য নিদর্শন। সেই সূত্রেই এই প্রবন্ধে আলোচ্য পত্রিকার নির্বাচিত সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির নিরিখে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় 'ভারতী'র ভূমিকা নির্ণীত হবে।

২. ভারিতী'র পরিচয় এবং লোকসংস্কৃতি অনুষঙ্গ : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে একটি গৌরবময় সাময়িক পত্রিকা হল 'ভারতী'। হিতবাদী (১২৯৮), সাধনা (১২৯৮), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী (১৩০৮), সবুজপত্র (১৩২১), ভারতবর্ষ (১৩২০), কল্লোল (১৩৩০), বসুমতী (১৩২৯) ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে ভারতী (১২৮৪) সকলেরই অগ্রজ। এই পত্রিকায় বিষয় বৈচিত্র্যের নানাবিধ সুর ধরা পড়ে। বিষয় নির্বাচনের চমকপ্রদ অভিনবত্বের মধ্যে অন্যতম দিক ছিল লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ রচনার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা প্রকাশের পরিধি যে বিশেষভাবে বিস্তৃত তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। সমসাময়িককালে বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষায় ছিল না। সাহিত্যচর্চার সূত্রে বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা-লেখি প্রকাশ হত। বর্তমানে এই ধারা অনেকটায় পাল্টেছে। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি প্রকাশিত হয়। আকারে, আয়তনে, চরিত্রে, মেজাজে, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক অর্থাৎ ব্রতকথা, রূপকথা, প্রবাদ বাক্য, ছড়া, গান, উৎসব

প্রভৃতি ভারতীতে ব্যাপকতা পেয়েছে ও নন্দিত হয়েছে। প্রবহমান লোকসংস্কৃতির প্রাণশক্তিকে ধরতে সাময়িক পত্র পত্রিকার ইতিহাসে 'ভারতী' দূর্লভ সম্মান লাভ করেছে। তাই লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি অনন্য সম্পদ।

বিষয় নির্বাচনের চমকপ্রদ অভিনবত্বের বিভিন্ন সুর এবং প্রতিভাধর লেখককূলের সৃজনীধর্মী মৌলিক লেখনীর উপস্থাপন কৌশল ভারতী পত্রিকাকে সজীবতা দান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পত্র-পত্রিকা নির্ভর সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় নব নব প্রতিভাধর লেখকের ক্ষুরধার লেখনীর স্পর্শে 'ভারতী'কে ঐতিহাসিক অধ্যায়ে অনন্য স্থান দখল করতে সাহায্য করেছে। সমসাময়িক কালে প্রতিভাবানদের মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয়- স্বর্ণকুমারীদেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকদের কথা। এঁরাই পরবর্তীকালে বাংলা সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় জাজ্বল্যমান থেকেছেন। এঁদের মধ্যে অনেক লেখক লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট নানাবিধ লেখা সৃজন করে ভারতী পত্রিকার মৌলিকত্ব গৌরবকে আরোও স্বীকৃত দিয়েছে। ভারতী পত্রিকার কাছে বাংলা সাহিত্য যেমন নানাভাবে-ভারে ঋণী, ঠিক তেমন বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে ভারতী পত্রিকার দান অপূরণীয় ঋণ বলেই স্বীকৃত। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকা নির্ভর বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে।

বাংলা লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার মুখ্য এবং নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা। পূর্বেও এ ধারার সচলতা ছিল না, তা কিন্তু নয়। ঠাকুর বাড়ির স্বনামধন্য লেখক-লেখিকারা এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী' পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী ভাষার আলোচনা, জ্ঞানোপার্জন ও ভাব সমৃদ্ধিতে সাহায্য করা। পত্রিকার সূচিপত্রে আলোকপাত করলে দেখা যাবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরায় প্রধানত এই পত্রিকা সম্পাদনার দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বর্তমান আলোচনার পশ্চাৎপট হিসাবে এবারে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরি 'ভারতী'র প্রকাশনার ইতিহাস। এই সূত্র ধরেই প্রকাশ পাবে এই পত্রিকার পরিচয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে 'ভারতী'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন (সম্পাদকীয় ভূমিকাংশ, শ্রাবণ ১২৮৪: ১):

> *"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাহাঁর নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিব।"*

— এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ভারতী' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয়, তখন, রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ষোল বছর তিন মাস। প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম লেখক। এখানে তার অসংখ্য গান, নাটক, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' নামে একটি কবিতাও এই পত্রিকায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার শেষাংশে বলেছেন (ঠাকুর, শ্রাবণ ১২৮৪: ৪):

> *"এই ভারতের আসনে বসিয়া*
> *তুমিই ভারতী গেয়েছ গান*
> *ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন*
> *তোমারি বীণার মোহন তান।"*

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'ভারতী' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়। কাজেই এই পত্রিকার বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তা স্বীকার করে নিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নানা রচনা এখানে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা এবং নানাবিধ বিষয়ের লেখনীর ক্ষেত্রেও নারীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে সরলা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী প্রমুখ রমণীদের সম্পাদনায় এই পত্রিকা খ্যাতি অর্জন করে। এই পত্রিকা যাঁরা সম্পাদনা করেন তাঁরা হলেন পর্যায়ক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৪-১২৯০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১-১৩০১), হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৩০২-১৩০৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৫), সরলা দেবী (১৩০৬-১৩১৪), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫-১৩২১), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৩২২-১৩৩০) এবং সরলাদেবী (১৩৩১-১৩৩৩, কার্তিক)। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকা প্রকাশনা কর্মে ইতি পড়ে।

৩. লোকসংস্কৃতিচর্চায় ভারতীর সম্পাদকদের ভূমিকা : সম্পাদনা কর্মে সম্পাদকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ঐ কথাটি প্রযোজ্য। সম্পাদকের মানসিকতার ছাপ ধরা থাকে প্রকাশিতব্য রচনাসমূহে, লেখা গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের যথাযথ সুযোগ থাকে। যেমন ধরাযাক রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখা সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল, ঠিক তেমনি অন্যদেরকে দিয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন লেখা সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা শেখ মকবুল ইসলামের বক্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে (ইসলাম, ২০০৭: ২৫):

> *"লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হলে, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রকাশিত সেই, রচনাগুলিকেও বিবেচনা করে দেখা দরকার। কারণ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কোন রচনাকে নির্বাচন করার মানসিক প্রক্রিয়াটি অবশ্যই লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পৃক্ত।"*

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচনার এই পর্যায়ে উক্ত উদ্ধৃতি চয়নের পিছনে রবীন্দ্রনাথ বা পত্রিকার মধ্যে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানজাত কোন দৃষ্টিভঙ্গী ভাবনা খোঁজার মানসিকতা আমাদের মধ্যে কাজ করেনি। আমরা পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় মানসিকতার কথা, মূলত সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের চেতনার প্রাসঙ্গিকতার দিকটিতে নজর দিতে উক্ত উদ্ধৃতি চয়ন করেছি।

লোকসংস্কৃতিচর্চায় ভারতীর সম্পাদকদের ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে আমরা নজর দিতে পারি:

ক. সম্পাদক নিজে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনও রচনা লিখেছেন কিনা?
খ. অন্যদের কাছে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা আহ্বান করেছেন কিনা?
গ. লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণে প্রণোদিত করেছেন কিনা?
ঘ. পত্রিকার বিষয় বিন্যাসে এবং সংকলনে লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়-নির্ভর রচনার প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
ঙ. লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান প্রকাশ ও সংকলনে সম্পাদক কতটা আনুগত্য দেখিয়েছেন?

১২৮৪ থেকে ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত ৫০ বছর যাবৎ 'ভারতী' মোট সাত জন সুযোগ্য সম্পাদকের অভিভাবকত্ব লাভ করেছে। এঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১-১৩০১ ও ১৩১৫-১৩২১) ও সরলা দেবী (১৩০২-১৩০৪, ১৩০৬-১৩১৪ ও ১৩৩১-১৩৩৩) একাধিক বার সম্পাদনা কর্ম সামলেছেন। আমরা

জানি 'ভারতী' পত্রিকার একাধিকবার সম্পাদক পরিবর্তিত হয়েছে (দাস, ১৯৭৮: ৪)। এই ধারাবাহিক ঐতিহাসিকক্রমটি আমরা এক ঝলকে দেখে নিতে পারি:

সম্পাদক বা সম্পাদকগণ	**সম্পাদনা কালপর্ব**	**সম্পাদনা কর্ম সামলানোর কাল পরিধি**
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৮৪-১২৯০	৭ বছর
স্বর্ণকুমারী দেবী	১২৯১-১৩০১	১১ বছর
হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী	১৩০২-১৩০৪	৩ বছর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৫	১ বছর
সরলা দেবী	১৩০৬-১৩১৪	৯ বছর
স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫-১৩২১	৭ বছর
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২২-১৩৩০	৯ বছর
সরলা দেবী	১৩৩১-১৩৩৩	৩ বছর

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীর ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়পর্ব ধরে সম্পাদনা কর্ম সামলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১২৯১ সাল থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত ১১ বছর এবং ১৩১৫ সাল থেকে ১৩২১ পর্যন্ত ৭ বছর ধরে মোট ১৮ বছর স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনা কর্মে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে সরলা দেবী পর্যায়ক্রমে তিনবারে (১৩০২-১৩০৪, ১৩০৬-১৩১৪ ও ১৩৩১-১৩৩৩) মোট ১৫ বছর যাবৎ সম্পাদনা করেছেন। এছাড়াও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৩২২-১৩৩০) ৯ বছর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৪-১২৯০) ৭ বছর, হিরন্ময়ী দেবী (১৩০২-১৩০৪) ৩ বছর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৫) ১ বছর ভারতীর দায়িত্বভার সামলেছেন। এই সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ শতাধিক লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ পেয়েছে। সম্পাদক ধরে ধরে লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল (দাস, ১৯৭৮: ২২২-৪৮৭):

সম্পাদক	**সম্পাদনা কালপর্ব**	**লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লেখা**	**লেখক**
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৮৪-১২৯০	১. প্রাচীন ভারতের শিল্প (ক্রমশ) ২. চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব (ত্রিপুরা ও আরাকানের ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র) ৩. পূর্ণভক্ত (পাঞ্জাবী উপকথা) ৪. বাউলের গান ৫. সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার (ক্রমশ) ৬. সমাজ বিজ্ঞান (ম্যালথাসের মত) (ক্রমশ) ৭. সামাজিক বিজ্ঞান ৮. সামাজিক ক্রমবিকাশ (ক্রমশ) প্রভৃতি।	শ্রী কালিবর বেদান্ত বাগীশ শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ শ্রী শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় -------- [১] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শ্রী -------- --------

স্বর্ণকুমারী দেবী	১২৯১-১৩০১	১. বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
		২. খাদ্য (ক্রমশ)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়
		৩. স্ত্রী আচার	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী
		৪. হুগলির ইমাম বাড়ি	----------
		৫. সংস্কার রহস্য	শ্রীযুক্ত রামদাস সেন
		৬. কথার উপকথা	শ্রী আশুতোষ চৌধুরী
		৭. কাফ্রি জাতির বিবাহ পদ্ধতি	----------
		৮. ধাধা	----------
		৯. নক্সা	----------
		১০. বাদল বা চাষার ভাষা	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
		১১. ব্রহ্মদেশের আচার ব্যবহার	শ্রী হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
		১২. যাত্রা	শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
		১৩. সর উইলিয়াম জোনস	হ. চ. মি
		১৪. প্রবাদ প্রশ্ন	শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল
		১৫. প্রবাদ প্রশ্ন	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়
		১৬. বিবাহ ও স্ত্রী আচার সম্বন্ধে ইংরাজি পুরাতন প্রবচন	শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্ণকুমারী দেবী	১২৯১-১৩০১	১৭. মহিলা শিল্পমেলা	----------
		১৮. সমাজ ও সমাজসংস্কার	শ্রীমতী কৃষ্ণ যামিনী দাসী
		১৯. নক্সা	----------
		২০. বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
		২১. ব্যাঘ্র পূজা	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র
		২২. মুসলমানের আচার	শ্রীযুক্ত সিন্ধমোহন মিত্র
		২৩. সিংভূমের কোলজাতি	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী
		২৪. হিন্দুসমাধি প্রথা	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র
		২৫. কোলজাতির আমোদ প্রমোদ	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী
		২৬. পার্সী সম্প্রদায় প্রভৃতি।	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী	১৩০২-১৩০৪	১. নীলগিরির টোডো জাতি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী
		২. প্রবাদ প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
		৩. লালন ফকির ও গান	শ্রীমতী সরলা দেবী
		৪. সমাজ সংস্কার	ঠাকুর দাস বন্ধ্যোপাধ্যায়
		৫. প্রবাদ প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
		৬. মনসার ভাসান	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
		৭. প্রবাদ প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
		৮. শ্যাম বাউল	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়
		৯. শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি।	শ্রীযুক্ত দীনেদ্রকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৫	১. আচারে যুক্তি ২. গ্রাম্য সাহিত্য ৩. প্রবাদ প্রসঙ্গ ৪. ব্রত কথা ৫. শুভ উৎসব ৬. ষষ্ঠী ব্রতের কথা প্রভৃতি।	রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার --------- শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
সরলা দেবী	১৩০৬-১৩১৪	১. বরোদার জাতিতত্ত্ব ২. গুজরাটী শিল্প ও শিল্পী ৩. গুজরাটে হিন্দু বিবাহ ৪. বেহারী মেয়েলী ছড়া ৫. আসামী স্ত্রীলোকের বস্ত্রবয়ন ৬. পল্লীগ্রামের দোলযাত্রা ৭. ছট পরব ও চকচন্দা ৮. আসামী বিবাহ ৯. বৈদ্য জাতির ইতিবৃত্ত ১০. দেশী তাঁত ১১. রমণীদের স্বদেশ ব্রত ১২. চিত্রকলা ১৩. চাকমা জাতি ১৪. বিহারের হিন্দু পার্বণ ১৫. মারাঠার শিবাজী উৎসব ও বাঙ্গালীর প্রতাপ সীতা রামোৎসব ১৬. গ্রাম্য ছড়া	---------- দ্বিজেন্দ্র কুমার রায় দ্বিজেন্দ্র কুমার রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় শ্রী যতীন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রী দীনেদ্রকুমার রায় শ্রী রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শেঠ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত ইবি হাভেল শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ শ্রী রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীশ চন্দ্র ধর শ্রী মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
সরলা দেবী	১৩০৬-১৩১৪	১৭. বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক আচার ১৮. ওরাওন জাতি ২০. খুঁটিব্রত ও ইতুর কথা প্রভৃতি।	শ্রী শ্রীনাথ দত্ত শ্রী ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস।

স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫-১৩২১	১. ঘাটকালী ব্রত	শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস
		২. নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা	জায়া
		৩. পৌরাণিক ব্রতকথা	শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস
		৪. পূর্ব্বঙ্গে নিরাকালী ব্রত	শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবী
		৫. বাঙ্গালীর গীতকথা	শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস
		৬. মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা	শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
		৭. উৎসব	শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস
		৮. নোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা	শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		৯. পূর্ব্ববঙ্গের ষষ্ঠীব্রত	শ্রী শশিমুখী দেবী
		১০. ভারতের চিত্রকলা	শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
		১২. শিল্পের ত্রিধারা	শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায়
		১৩. শনিব্রত	শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		১৪. ক্ষেত্র ব্রতের কথা	শ্রীমতী ইন্দ্রিরা দেবী
		১৫. আসামের খাসিদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য	শ্রীমতী শতদল বাসিনী বিশ্বাস জায়া
		১৬. নীলগিরি টোডা	
		১৭. বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প	শ্রী ড.
		১৮. প্রাচ্য চারুশিল্প প্রদর্শনী	----------
		২০. বঙ্গাব্দ এবং কোলম কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ	শ্রী অসিত কুমার হালদার ----------
		২১. হিজলী কাঁথির একটা প্রাচীন কাহিনী	
		২২. জাতীয় প্রণালীতে লোকশিক্ষা	শ্রী তুলসী দাস চক্রবর্তী
		২৩. পল্লী বালিকাদের উৎসব	যোগেশ চন্দ্র বসু
		২৪. রূপকথার রূপান্তর	শ্রী রাধা কমল মুখোপাধ্যায়
		২৫. তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার উৎসবাদি	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
		২৬. বাউলের গান (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ সেন
		২৭. চড়কগান বা নীলপূজার মূলতত্ত্ব	রমনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
		২৮. মোগল আমলের শিল্পকলা	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী
		২৯. সাঙ্কেতিক ভাষা প্রভৃতি।	শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২২-১৩৩০	১. আচার ২. হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান ৩. আচার বিচার ৪. বাংলার ব্রত ৫. দারবহোর ইতিহাস ও উপকথা ৬. ঘুমপাড়ানি গান ৭. নৃতত্ত্ব ৮. বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাসের সূত্র	পণ্ডিত বিধ্যশেখর শাস্ত্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ---------- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোমনাথ সাহা ক্ষিতিষচন্দ্র চক্রবর্তী শীতল চক্রবর্তী
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২২-১৩৩০	৯. সাঁওতালী গান ১০. পল্লীসমাজ সংস্কার ১১. ভারতের বাইরে ভারতীয় শিল্পকলা (সচিত্র) ১২. হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকা ১৩. চিত্র শিল্পী ক্যালতেরণ ১৪. পল্লী সংস্কার সমস্যা ১৫. বিবাহের পণপ্রথা ১৬. নৃত্যকলার বিকাশ (সচিত্র) ১৭. প্রাচীন জীববলি প্রথা ১৮. মাটির গান ১৯. মার্কিন চিত্র শিল্পী - রোম ও নীল ২০. ভারত শিল্পতত্ত্ব ২১. কালিঘাটের ইতিকথা ২২. হিন্দু সমাজ ও আচার ২৩. ছেলে ভোলানো ছড়া ২৪. রাজ পুতানার কথা উপকথা প্রভৃতি।	---------- শ্রী নগেন্দ্র নাথ সরকার শ্রী গৌরাঙ্গনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় বঙ্গনারী শ্রী মধুব্রত শ্রী নগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গনারী কুমুদিনী মোহন নিয়োগী হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ---------- অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কালিপদ বিশ্বাস শ্রী সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
সরলা দেবী	১৩৩১-১৩৩৩ (ত্রৈমাসিক)	১. বাংলার লোক সঙ্গীত ২. ভারতীয় স্থাপত্য ৩. শিল্পকলা ৪. কালী পূজায় বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা ৫. মেদিনীপুরে মোশ্লেম পুরাকীর্তি ৬. রূপকথা ৭. বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের বিভিন্ন যুগ ৮. বীরভূমের কথা প্রভৃতি।	মহ: মনসুর উদ্দীন জয়দেব চৌধুরী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সরলা দেবী মহেন্দ্রনাথ দাশ সোম নাথ সাহা নলিনীকান্ত ভট্টশালী নির্মল শিব বন্ধ্যোপাধ্যায়

'ভারতী'তে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়-নির্ভর রচনার দীর্ঘকায় একটি তালিকা প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা হল। 'ভারতী'তে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সব লেখা পড়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর সব সংখ্যাও আমাদের সংগ্রহে নেই। সূচিপত্রে বিন্যসিত শিরোনাম সাপেক্ষে লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়-নির্ভর রচনার দীর্ঘকায় একটি

তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সব লেখাও যে এই বিষয়বিন্যাসে স্থান পেয়েছে তাও নয়।

সম্পাদকগণ নিজে কম-বেশি লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবীর কথা। আমরা যদি তাদের সম্পাদনাপর্ব লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে এঁদের অভিভাবকত্বে সবচেয়ে বেশি লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যদের কাছ থেকে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা আহ্বান করেছেন। লোকসংস্কৃতি উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও এঁদের কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উত্থাপন করা অনুচিত হবে না। ১২৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় রীতিমত আবেদন করে লোকসংগীত (গ্রাম্যগীত) সংগ্রহ করে ভারতীর দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় (ঠাকুর, বৈশাখ ১২৯০: ৪০) : "... পাঠকেরা যদি কেহ কেহ নিজ নিজ সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্যগীত সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে" এই অনুরোধ আসার পর ভারতীর ভাণ্ডারে চারটি গান জমা হয় এবং তা 'ভারতী'র পাতায় ছাপাও হয়। প্রাপ্তিস্বীকার জানিয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় কৃতজ্ঞতা জানানো হয় (ঠাকুর, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০: ৯৫-৯৬)। লোকসংগীত নির্ভর রচনা ভারতীতে আলাদা মাত্রা পেয়েছে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। আমাদের বক্তব্য হল রীতিমত আবেদন করে লেখা চেয়ে তা প্রকাশ করার যে দৃষ্টিভঙ্গী তা সত্যিই অভিনব এবং বিশেষভাবে সাধুবাদ পাবার যোগ্য। সমকালে অদ্যাবধি কোন পত্র-পত্রিকাতে এই পদ্ধতির অবলম্বণ করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার ধারণা নেই, তবে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞাননির্ভর আলোচনায় একপ্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকসংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করার সাগ্রহ সত্যিই অনন্যতার পরিচায়ক। সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতিচর্চায় 'ভারতী'র সম্পাদকগণ লোকসংস্কৃতি বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান প্রকাশ ও সংকলন এবং প্রণোদনায় ব্যাপকভাবে আনুগত্য দেখিয়েছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পত্রিকার বিষয় বিন্যাসে এবং সংকলনে লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়-নির্ভর রচনার প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা উপরে উল্লেখিত বিষয়সূচিতে লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে বলা যায় 'ভারতী'র সম্পাদকদের অভিভাবকত্বে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে লোকসংস্কৃতিচর্চা হয়েছে।

৪. ভারতীতে প্রকাশীত লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট রচনার বিষয়বর্গীকরণ ও পাঠ-বিশ্লেষণ: 'ভারতী'র সূচিপত্রে অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে বহুবিধ বিষয়-বৈচিত্র্যের সমাহার নিয়ে সে উপস্থিত। ভারতীতে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি নির্ভর রচনার বিষয়বর্গীকরণ করতে গিয়ে একই ছবি ধরা পড়েছে। ব্রতকথা, জনজাতিনির্ভর আলোচনা, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ যেমন ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি, স্থানীয় ইতিতাস, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-পাল-পার্বণ-পূজার্চনা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে ভারতীতে লেখা প্রকাশ পেয়েছে। লোকসংস্কৃতি বিষয় সংক্রান্ত লেখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবাদ ও ব্রতকথা নিয়ে লেখা প্রকাশ পেয়েছে। সামগ্রিক বিষয়কে মাথায় রেখে ভারতীতে প্রকাশীত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনার বিষয়বর্গীকরণ করতে পারি:

ভারতীতে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা

লোকসাহিত্য নির্ভর	**শিল্প ও শিল্পী সংক্রান্ত**	**জনজাতি সংশ্লিষ্ট**	**ব্রত কথা**	**স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ক**	**আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কার**	**উৎসব-পূজা-পাল-পার্বণ**
পূর্ণভক্ত (পাঞ্জাবী উপকথা), বাউলের গান, কথার উপকথা, ধাঁধা বাদল বা চাষার ভাষা, প্রবাদ প্রশ্ন, প্রবাদ প্রশ্ন (শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়), প্রবাদ প্রসঙ্গ, লালন ফকির ও গান, বেহারী মেয়েলী ছড়া, গ্রাম্য ছড়, বাঙ্গালীর গীতকথা, সাঁওতালী গান, ঘুমপাড়ানি গান, প্রভৃতি।	প্রাচীন ভারতের শিল্প, মহিলা শিল্পমেলা, গুজরাটী শিল্প ও শিল্প, দেশী তাঁত, চিত্রকলা, ভারতের চিত্রকলা, শিল্পের ত্রিধারা, বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প, প্রাচ্য চারুশিল্প প্রদর্শনী, মোগল আমলের শিল্পকলা, প্রভৃতি।	আসামের খাসিদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য, নীলগিরি টোডা, ওরাওন জাতি, চাকমা জাতি, বৈদ্য জাতির ইতিবৃত্ত, বরোদার জাতিতত্ত্ব, কোলজাতির আমোদ প্রমোদ, পার্সী সম্প্রদায়, সিংভূমের কোলজাতি, বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়, কাফ্রি জাতির বিবাহ পদ্ধতি প্রভৃতি।	খুঁটিব্রত ও ইতুর কথা, ষষ্ঠী ব্রতের কথা, ব্রত কথা, ঘাটকালী ব্রত, নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা, পৌরাণিক ব্রতকথা, পূর্ব্বঙ্গে নিরাকালী ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা, নোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা, পূর্ব্ববঙ্গের ষষ্ঠীব্রত, শনিব্রত, ক্ষেত্র ব্রতের কথা, বাংলার ব্রত, প্রভৃতি।	চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব (ক্রমশ), বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস, হুগলির ইমাম বাড়ি (উপন্যাস), বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাসের সূত্র, দারবহোর ইতিহাস ও উপকথা , হিজলী কাঁথির একটা প্রাচীন কাহিনী, গ্রাম্য সাহিত্য, দারবহোর ইতিহাস ও উপকথা, প্রভৃতি।	সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার (ক্রমশ), স্ত্রী আচার, সংস্কার রহস্য, বিবাহ ও স্ত্রী আচার সম্বন্ধে ইংরাজি পুরাতন প্রবচন, মুসলমানের আচার, হিন্দুসমাধি প্রথা, বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক আচার, তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার উৎসবাদি, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান আচার বিচার, আচার, প্রভৃতি।	ব্যাঘ্র পূজা, মহিলা শিল্পমেলা, কোলজাতির আমোদ প্রমোদ, মনসার ভাসান, শুভ উৎসব, পল্লীগ্রামের দোলযাত্রা, ছট পরব ও চকচন্দা, মারাঠার শিবাজী উৎসব ও বাঙ্গালীর প্রতাপ সীতা রামোৎসব, উৎসব, পল্লী বালিকাদের উৎসব, শীতলা ষষ্ঠী, প্রভৃতি।

৪.১ লোকসাহিত্য নির্ভর রচনা : 'ভারতী' পত্রিকায় লোকসাহিত্য নির্ভর রচনা চোখে পড়ার মতো। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বাউলের গান, কথার উপকথা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রশ্ন, প্রবাদ প্রশ্ন (শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়), প্রবাদ প্রসঙ্গ, লালন ফকির ও গগন, বেহারী মেয়েলী ছড়া, গ্রাম্য ছড়া, বাঙ্গালীর গীতকথা, সাঁওতালী গান, ঘুমপাড়ানি গান প্রভৃতি রচনার কথা। নির্বাচিত কয়েকটি রচনার আলোচনা করে ভারতীতে প্রকাশিত লোকসাহিত্য নির্ভর রচনার ভঙ্গী ও বিষয়ভাবনা সম্পর্কে পরিচয় পেতে পারি।

প্রথমেই আসি 'লালন ফকির ও গগন' প্রবন্ধের আলোচনায় (দেবী, ১৩০২: ২৭৫-২৮১)। লালন ফকির চর্চায় সামিল হয়েছেন এপার ওপার বাংলার শতাধিক গবেষক। উক্ত শিরোধায় সরলা দেবী আর এক শিরোমণি। মরমী

বাউল সাধক লালন ফকিরের জীবনপঞ্জী নিয়েই মূলত আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লালন শাহের বেশকিছু গান সংকলিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে তার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন (দেবী, ১৩০২: ২৭৫-২৮১): " লালনের জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার কখনও চেষ্টা করি নাই ; তাঁহার রচিত গানগুলিও লিখিয়া রাখি নাই।"— তবে 'শিক্ষা পরিচয়' নামক এক পত্রিকার সম্পাদক শ্রী যুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী কোন রকম পরিবর্তন ও পরিমার্জন ছাড়াই ভারতীর পাতায় মুদ্রিত হয় (দেবী, ১৩০২: ২৭৫-২৮১)। লোকসংস্কৃতি নির্ভর আলোচনায় আলোচ্য প্রবন্ধটির নানা মাত্রা রয়েছে, যেমন :

ক. 'শতাব্দীর ফুল' লালন ফকিরকে নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর সম্বলিত গানগুলিকে প্রবন্ধের মধ্যে স্থান দিয়ে লালন পরিচিতি পরিধিবৃত্ত বিকশিত হয়েছে।

খ. 'প্রেমিক গগনের ভক্ত জীবনের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া কেহ 'ভারতী'তে প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।' — এমন ধরনের আহ্বান একজন পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে যখন আসে তখন আমরা উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁর আনুগত্যবোধ ও মননের পরিচয়টি পায়, যা লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নির্ভর চর্চায় অনন্যতার নজির। বলাবাহুল্য সরলা দেবী সমসময়ে 'ভারতী'র যুগ্ম সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। এমন উদ্যোগী হয়ে লেখা চেয়ে প্রকাশ করার মানষিকতা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি।

গ. 'গগন' সম্পর্কে সবিস্তার তথ্য উপস্থাপিত না হলেও লালন ফকিরের বেশ কিছু গানের সংকলন এখানে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরোও তথ্য পেলে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে প্রকাশ করা হবে — তারও প্রস্তাবনা প্রাবন্ধিক করেছেন।

বাউল মরমীয়া সাধক লালন শাহের সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস, প্রতিবেশ পরিমণ্ডল জানতে তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্যারামিটারে আলোচ্য প্রবন্ধটিও উৎকর্ষতার পরিচায়ক। তবে শিরোনামে গগনের নাম উল্লেখ থাকলেও তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নাই এবং তা অবশ্যই তথ্যা অভাব জনিত কারণে — একথা প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। লালন সম্পর্কিত অনেক গানের সংকলন থাকলেও, গানগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তেমনভাবে অনুপস্থিত। প্রাপ্ত গানগুলির উৎসক্ষেত্র (Source) তেমন পরিষ্কার নয়। এই বিষয়গুলির দিকে নজর দিলে আরোও ভালো হত।

জসীমউদ্দীনের 'মুর্শীদ্যা গান' প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশ পায় (জসীমউদ্দীন, ১৩৩১: ৪৯৯-৫১১)। গ্রাম্য সংগীতের করুণ রসাসিক্ত আবহে মুর্শীদ্যা গীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে (জসীমউদ্দীন, ১৩৩১: ৪৯৯): 'মুর্শীদ্যা গান-কান্নার গান। চোখের জলের বাঁধন হারা ধারায় সিক্ত এর সুর। গেঁয়ো কৃষকের কাঁদন ধোঁয়া কণ্ঠে এর স্তিতি।' খুব সহজ-সরল ভাষায় মুর্শীদ্যা গানের মূলকথা ধরা রয়েছে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে। তবে এই গান কবে থেকে প্রচলিত সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রাবন্ধিকের অনুমান তিনশত বছর পূর্বেও এই গানের প্রচলন বা অবস্থান বর্তমান ছিল। বাঙালির প্রাণের আত্মকথা কথা বর্ণিত হয়েছে প্রবন্ধে। মুর্শীদ্যা গ্রাম্যগীতি প্রাণ প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায় সাবেকি বাংলায়। তবে এখন আর এই ধারার সজীবতা নেই বললেই চলে। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন 'মুর্শীদ শব্দের অর্থ গুরু। যে গানে গুরুর প্রশংসা আছে তাই মুর্শীদ্যা গান।' অর্থাৎ মানুষরূপ গুরু ভজনের গান মুর্শীদ্যাগান। আলোচ্য প্রবন্ধের তথ্যগত উৎসের দিক থেকে বলা যায় উপাদান সমূহ বেশিরভাগই সংগ্রহীত হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে। প্রাবন্ধিক ফরিদপুর জেলার গোলডাঙ্গির এক বৃদ্ধ শানালের দৌহিত্র গৈজাদ্দি ফকির এবং তাদের ভক্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ক্ষেত্রে গিয়ে সশরীরে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করার এই দৃষ্টিভঙ্গী লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বহন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সামগ্রিক 'টেকনিক্যাল' দিকগুলি হয়তো এখানে মেনে চলা হয়নি, তবে সমকালীন প্রেক্ষাপট লোকসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতিরচর্চার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

লোকসাহিত্যের একটি প্রাণবন্ত উপাদান হল প্রবাদ। বাংলা পত্র-পত্রিকা নির্ভর লোকসাহিত্যচর্চার অনুষঙ্গে প্রবাদচর্চার গরিমা স্বল্প হলেও এর আভিজাত্য কোন অংশেই কম নয়। প্রবাদচর্চার সূত্রপাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র চক্রবর্তীর বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন (চক্রবর্তী, ২০১৪: ১২৪): " বস্তুতপক্ষে 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্রিকা সম্পাদনা কালেই এই সমুদয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পত্রিকায় প্রবাদচর্চার সূত্রপাত হয়। " - সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রবাদচর্চার ধারাবাহিকতায় 'ভারতী' পত্রিকার অবদান ও কৃতিত্ব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। 'ভারতী' ও পরবর্তীতে 'ভারতী ও বালক' এই পর্বে প্রবাদ সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়[২]। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'প্রবাদ প্রশ্ন', 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' প্রভৃতির কথা। শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এখানে মোট নয়টি প্রবাদের কথা উল্লেখ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি আবার প্রবচন। এই নয়টি প্রবাদ যথাক্রমে— 'গোঁফ খেজুরে', 'খ'য়ে বন্ধন', 'নাকে হাত দিয়া বলা', 'যারধন তার ধন নয় কো নেপোয় মারে দৈ', 'রাম খোদা', 'ভীম একাদশী', 'ঢেঁকী অবতার', 'যাহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপান্ন', এবং 'বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপে এঁটো খায়' (রায়, আষাঢ় ১৩০৪: ১৪৩-১৫০)। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে উল্লখিত সবকটি প্রবাদের উৎস সংক্রান্ত কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উপরন্ত 'খ'য়ে বন্ধন' প্রবাদটির অনুরূপ ইংরেজিতেও 'Between two fires'— প্রবাদটির সাযুজ্যের কথা উত্থিত হয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে প্রবাদ চর্চার ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধটি ও পত্রিকার প্রসঙ্গ আনেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: ' প্রবন্ধে প্রবাদের উৎপত্তিমূলক কাহিনী বিবৃত' করার পাশাপাশি 'প্রবাদগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন।' এছাড়াও তিনি বলেন: 'গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবাদগুলি বর্ণনাক্রমিক সাজানো'। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের কয়েকটি কথা বলার আছে। প্রবাদগুলি বর্ণনাক্রমিক সাজানো — এই বক্তব্য যথোচিত নয়। কেননা সংকলিত প্রবাদগুলির দিকে অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে — প্রথম সংকলিত প্রবাদটি হল 'গ' দিয়ে শুরু ('গোঁফ খেজুরে')। পরের সংকলিত প্রবাদটি হল 'খ'য়ে বন্ধন'— অর্থাৎ যার প্রথম বর্ণ 'খ'। অর্থাৎ বর্ণনাক্রমিক বিন্যাস এখানে মানা হয়নি। বর্ণনাক্রমিক বিন্যাস রক্ষা করলে 'খ'য়ে বন্ধন'-র পরে 'গোঁফ খেজুরে' প্রবাদটি হত। নয়টি প্রবাদের বর্ণনাক্রমিক বিন্যাস একেবারে রক্ষা করা হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধে ইংরাজি পুরাতন প্রবচন' (১২৯৫: শ্রাবণ সংখ্যা) প্রবন্ধে বহু পুরাতন ইংরাজি প্রবচনের উল্লেখ রয়েছে।

এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'ভারতী'র প্রবাদচর্চার গৌরব ও মহিমা কোন অংশে কম নয়। 'ভারতী' ও পরবর্তীতে 'ভারতী ও বালক' পর্বের প্রবাদচর্চার প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে :

ক. প্রধানত প্রবাদ সংগ্রহ ও সংকলনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
খ. পাশাপাশি প্রবাদের উৎসসূত্র (Source) কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
গ. বিষয় বৈচিত্রময়ী প্রবাদের উল্লেখ ও বর্ণনা হয়েছে।
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রবাদচর্চার অভিনিবেশ লক্ষ্যকরা যায়।

৪.২ শিল্প ও শিল্পী সংক্রান্ত : 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় শিল্প ও শিল্পী সংক্রান্ত অনেক লেখা প্রকাশ পায়। যথা 'প্রাচীন ভারতের শিল্প', 'মহিলা শিল্পমেলা','গুজরাটী শিল্প ও শিল্প', 'দেশী তাঁত', 'চিত্রকলা','ভারতের চিত্রকলা', 'শিল্পের ত্রিধারা','বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প','প্রাচ্য চারুশিল্প প্রদর্শনী','মোগল আমলের শিল্পকলা' প্রভৃতি। বলাবাহুল্য লোকশিল্প নিয়ে বা লোকশিল্পী নিয়ে তেমন কোনো লেখা আমাদের নজরে আসেনি। পরবর্তীতে বিষয়নিষ্ঠ অধ্যয়নে হয়তো এবিষয়ে আলোকপাত করা হবে। তবে শিল্প ও শিল্পী সংক্রান্ত রচনার বিষয় বিচিত্রতার ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারতের সীমা পেরিয়ে বিষয় হিসাবে মধ্য এশিয়াকে চয়ন করেছে, সেই সাথে প্রাচীন শিল্পধারা নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন হয়েছে। যেমন 'প্রাচীন ভারতের শিল্প'— এই ধরনের শীর্ষক রচনায়

প্রাচীন শিল্পধারা সম্পর্কে আমরা জ্ঞানাপার্জন করতে পারি। **'বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোঘল চিত্রশিল্প'** শীর্ষক প্রবন্ধে বৌদ্ধ ও মোঘল আমলের চিত্রশিল্প সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি। এছাড়াও **'ভারোতী'**র সূচিপত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প ও শিল্পী আলোচনা হয়েছে। এই ধরনের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি - প্রাচীন ভারতের শিল্পধারা ও তার ধারাবাহিক ইতিহাস, প্রাচীন শিল্পের বিভিন্ন রূপ, শিল্প নির্মাণ কৌশল ও শিল্পীদের সম্পর্কে, যা পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

৪.৩ জনজাতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা : বিভিন্ন জনজাতিকে 'ভারতী'তে বিষয় বৈচিত্র্যময়ী লেখার প্রকাশ হয়েছে। যেমন — 'আসামের খাসিদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য', 'নীলগিরি টোডা', 'ওরাওন জাতি', 'চাকমা জাতি', 'বৈদ্য জাতির ইতিবৃত্ত', 'বরোদার জাতিতত্ত্ব', 'কোলজাতির আমোদ প্রমোদ', 'পার্সী সম্প্রদায়', 'সিংভূমের কোলজাতি', 'বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়', 'কাফ্রি জাতির বিবাহ পদ্ধতি' প্রভৃতি। শ্রীভঃ'র[৩] লেখা 'আসামের খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ পায় (শ্রীভঃ, মাঘ ১৩১৭: ৮৮০)। প্রাবন্ধিক খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসামের খাসীদের সম্পর্কে সামগ্রিক রূপচিত্র লেখক উপস্থাপন করেছেন। শিরোনাম 'আসামের খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য' হলেও আলোচনা বৃত্তে সমাজে নারীর প্রাধান্য বা ক্ষমতায়ন ছাড়াও জাতিগত ইতিহাস প্রসঙ্গ, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার কথা, বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ পদ্ধতি প্রভৃতির কথা খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধ পাঠান্তে পাঠককুল আসামের খাসিদিগের সম্পর্কে একনজরে সাধারণ নানা সূত্র ধারণা পেতে পারে। জনজাতি নির্ভর লোকসংস্কৃতিচর্চায় এমন ধরনের লেখার গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।
প্রাবন্ধিক ভা সঃ[৪] 'নীলগিরির টোডা জাতি' (ভা সঃ, পৌষ ১৩১৭: ৭০৫-৭১৩) প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক টোডা জনজাতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা থেকে আমরা উক্ত জনজাতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি অজানা তথ্য পেতে পারি। প্রবন্ধের সূচনা হয়েছে ঋতুমতী বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা দিয়ে। এর পরেই শুরু হয়েছে নীলগিরি পর্বতরাজের অনুপঙ্খ মোহময়ী বর্ণনা দিয়ে। এই সূত্রেই উঠে এসেছে পাহাড়ী দুর্গম পথের কথা, পাহাড়ী প্রকৃতির বর্ণনা। প্রবন্ধটিকে আমরা যদি দু'টি পর্যায়ে ভাগ করি, তাহলে তার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নীলগিরির পর্বতের বর্ণনা। অপর পর্যায়টি হল টোডা জনজাতি সংক্রান্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় — টোডা জনজাতির গৃহনির্মাণ শৈলী, দেহগঠন, গাত্র-সৌষ্ঠব বর্ণন, বিবাহ প্রসঙ্গ, সাজ-সজ্জা-বস্ত্রাদি, উপাসনালয়, পূজার্চনা, বিস্বাস-সংস্কার জীবিকা বৃত্তি, খাদ্যাভ্যাস, নৃত্যাদি প্রসঙ্গ, মৃত্য সংক্রান্ত বিশ্বাস-সংস্কার ও দাহ প্রণালী প্রভৃতি প্রসঙ্গ কথা। এছাড়াও টোডা ভিন্ন ঐ অঞ্চলে বসবাসকৃত অন্যান্য জনজাতির কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এককথায় নীলগিরির টোডা জনজাতির সামগ্রিক জীবনাভ্যাসকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

৪.৪ ব্রতকথা সংক্রান্ত আলোচনা : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায় 'ভারতী' পত্রিকায় ব্রত ও ব্রতকথা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তার কয়েকটি হল: 'খুঁটিব্রত ও ইতুর কথা', 'ষষ্ঠী ব্রতের কথা', 'ব্রত কথা', 'ঘাটকালী ব্রত', 'নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা', 'পৌরাণিক ব্রতকথা', 'পূর্ব্বঙ্গে নিরাকালী ব্রত', 'মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা', 'নোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা', 'পূর্ব্ববঙ্গের ষষ্ঠীব্রত', 'শনিব্রত', 'ক্ষেত্র ব্রতের কথা', 'বাংলার ব্রত' প্রভৃতি। কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধের নিরিখে পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রতকথা সংক্রান্ত রচনাগুলির সারবত্তা সম্পর্কে জেনে নেবো।
শ্রী শ্যামাচরণের লেখা 'শনি ব্রত বা চট্টোগ্রামের সান্ধ্য সম্মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি আষাঢ় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় (শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬: ১৩০-১৩৪)। শনিব্রত শনি দেবকে সন্তুষ্ট করার ব্রত। এই ব্রত প্রাচীন কাল থেকেই চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত। চট্টগ্রামের শনি ব্রত একটি প্রকৃত সান্ধ্য সম্মিলন। শনিব্রত বা সান্ধ্য সম্মিলন বেশ কয়েকটি পর্যায়ে সমাপন হয়। প্রাবন্ধিক এখানে শনি মন্ত্রের প্রণালী বর্ণনে পূজার্চনায় ব্যবহৃত পুস্তকাদির সাহায্য নিয়েছেন। সামগ্রিক পূজার্চনা পর্ব, শুরু থেকে সমাপন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে সংঘটিত হয় তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। শনিদেব ভক্তদের বিপদে ফেলে বা কষ্ট দিয়ে তাদের চক্রান্ত করে তাঁর মাহাত্ম্য কথা প্রচার করে। প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে এই সুরটিই ধরা পড়েছে (শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬: ১৩০):

"... ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়া শনিদেব যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন তাহাও নয়, ... বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে শনির একটা বিশেষ মতলবও ছিল। কথিত আছে অবশেষে শনিদেব উক্ত দরিদ্র ও কষ্ট নিষ্পেষিত ব্রাহ্মণ সন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন " তুমি আমা হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আমার পূজা প্রচার কর।"

ভক্ত ক্ষুদ্র ও রাগান্বিত হয়ে বলেন — " যদি বর দান করিবেন তবে এই বর দিন যেন আপনার দশা আমার ওপর না থাকে।" এ যেন এক প্রকার 'ব্ল্যাকমেইল' পদ্ধতি। একজন ব্ল্যাক মেইল করে ভক্তের হৃদয়ে স্থান পেতে চেয়েছে, আর একজন ব্ল্যাক মেইল করে তার কাছ থেকে নিস্কৃতি পেতে চাইছে। ভক্তের হৃদয়ে স্থান পাবার জন্য শনি দেব ভক্তের সন্তান পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারেন।

শনি ব্রতের অভিনব পুজা কৌশল সান্ধ্য সমিতিতে অংশগ্রহণকারীদের যে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়, তা শ্বেতাঙ্গদলের অনুকরণ মাত্র নয়। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন (শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬: ১৩৩):

"আধুনিক সান্ধ্য সমিতিতে শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে চা ও বিস্কুট মাত্র দেওয়া হয়। আমাদের স্বদেশীয় সান্ধ্য সমিতিতে- তাহা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পড়িয়া দেখুন। আটা খুব পুষ্টিকর খাদ্য, তা ছাড়া, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, আম্র কন্টকী, নারিকেল বেল সকলি উপাদেও দ্রব্য। ... জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রচুর আম্র ও কাঠালের রস দিয়া এবং শীত কালে খর্জ্জুর রসের সহিত দধি, দুগ্ধ, আটা এবং পক্ক কদলী মিশ্রিত করিয়া এই মুখরোচক সিন্নি প্রস্তুত করা হয়। জলযোগের এই সুন্দর ব্যবস্থা আমার মতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হওয়া উচিত।"

— জলযোগের অঙ্গীভূত উপাদান হিসাবে যে যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, তা সমগ্র বঙ্গদেশে অনুকরণ করা উচিত বলে প্রাবন্ধিক যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা সত্যই অনুনকরণীয় প্রস্তাব এবং আমাদের স্বদেশীয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিকের আর একটি উদ্ধৃতিও তুলে ধরা যেতে পারে (শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬: ১৩৩):

"... বাজারের মিষ্টান্ন কিম্বা চা বিস্কুটের ব্যবস্থা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমানে উৎকৃষ্ট,- একদিকে সহজ লভ্য, অন্যদিকে তৃপ্তিকর খাদ্য। এই প্রসাদ ভক্তিভাবেই খাইতে হয়। ইহাতে আবার আরো এক সুন্দর ব্যবস্থা আছে, —'সভায় খাইবে প্রসাদ, গৃহে নাহি নিবে'।"

— সাংস্কৃতিক ভাব সমন্বয়ের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম হল 'শনি ব্রত' সান্ধ্য উৎসব। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অসাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন (শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬: ১৩২):

" এই পূজা একদিকে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ অন্যদিকে সমাজের নিম্নতর শ্রেণির লোক পর্যন্ত এই শুভ মিলন কেন্দ্রে যোগ দিতে পারেন। এই ব্রতস্থানে দেশের আপামোর সর্বসাধারণ মিলিয়া একত্রে উপবেশন করে। যখন, ব্রাহ্মণ তৈয়ার করিতে থাকেন সেই অবসরে সমাগত লোকজন নানা রূপ আলাপের মুখে নিমগ্ন হন। তৎপরে পুজার পুঁথিপাঠ, ধূপধূনার সুগন্ধ, শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি সমাগত ব্যক্তিদের প্রানে একটি গভীর গম্ভীর ধর্মভাব সঞ্চারিত করতে থাকে।"

এই ব্রত খরচাদির দিক থেকে দরিদ্র লোকের নাগালের বাইরে নয়:

"সচরাচর দরিদ্র লোকেরা যে রূপে শনি সেবা নির্বাহ করে তাহাতে ৩/৪ টাকার অধিক খরচ পড়ে না। অথচ ১০০/১৫০ লোক কোন কোন স্থলে ৩০০/৪০০ লোকও তৃপ্তির সহিত প্রসাদ উপভোগ করে।"

প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে এই সান্ধ্য সম্মিলনের প্রাসঙ্গিকতার কথা প্রবন্ধের বর্ণনা সূত্রে তুলে ধরতে পারি :

ক. "এই পুজা একদিকে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ অন্য দিকে সমাজের নিম্নতর শ্রেণির লোক হইতে উচ্চতর শ্রেণির লোক পর্যন্ত এই শুভ মিলন কেন্দ্রে যোগ দিতে পারেন।"

খ. " ...সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি প্রবাহিত উৎসবে একদিকে সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকের সহিত নিম্নতম শ্রেণির লোকের হৃদয় ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হয় অন্যদিকে বাড়িতে মহিলাদের জন্যও সিন্নি প্রেরণে প্রত্যেক পরিবারের প্রীতিবন্ধন দূরীভূত হয়।"

গ. " ..... এই চির প্রচলিত পূজার ভিতর কি কোন অর্থ নাই ! অবশ্যই আছে। ঐ রূপে সত্যপীরের পূজা হিন্দু মুসলমানের মিলন উপায় মাত্র। এই পূজা পদ্ধতি অবলম্বিত সান্ধ্যভোজে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইত।"

সমাজ যুগ যুগ ধরে উপলব্ধি করে এসেছে এই ধরনের উৎসবাদির মূলে রয়েছে সামাজিক উপযোগিতা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রীতিবন্ধন রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক সংবন্ধনে এই উৎসবের ভূমিকা অনন্য। প্রাবন্ধিক খুব সহজ-সরল ভাষায় আলোচ্য প্রবন্ধে শনি ব্রতের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে মূলত উৎসব পরিচয়, উৎসবে অংশগ্রহণকারী, ব্রতের উপাদান সমূহ, আচরণীয় প্রক্রিয়া প্রভৃতি দিকগুলি অনুপঙ্খভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রীমতী রেনুকাবালা দাসীর 'ব্রত মন্ত্র'একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রবন্ধ (দাসী, ভাদ্র ১৩১৯: ৫০০-৫০২)। তাঁর লেখা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ ভারতীর পাতায় ছাপা হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ব্রতকেন্দ্রিক যে মন্ত্র সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক যে ব্রত পালন করা হয়, তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত বা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের ছড়া, মন্ত্র। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে ব্রতকেন্দ্রিক সেই মন্ত্রগুলিকেই তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রতকেন্দ্রিক মন্ত্রগুলি ছড়া বা ছড়া ধর্মী। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেমন- স্নানের মন্ত্র, পুজার মন্ত্র, প্রার্থনা ইত্যাদি। প্রবন্ধে লেখক কেবলমাত্র ব্রত মন্ত্রগুলির সংকলন করেছেন মাত্র, তেমন বিবরণ এবং বিশ্লেষণমূলক কোন আলোচনা নেই। অবশ্য সে আলোচনার অবকাশ ছিল।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ব্রত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে নানা ব্রতের লোকাচার লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রত সংশ্লিষ্ট ব্রতকথা সংকলিত হয়েছে। উল্লেখ রয়েছে ব্রতের প্রাচীন মন্ত্র এবং মন্ত্র উচ্চারণের বিবরণ। ব্রত ও ব্রতকথা এবং ব্রতমন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলি রচনার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে দু'জন রমণীর নাম উল্লেখ করতেই হয়, তাঁরা হলেন শ্রীমতী রেনুকাবালা দাসী ও শ্রী শতদল বাসিনী বিশ্বাস জায়া। এঁদের অনেকগুলি প্রবন্ধ 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

৪.৫ স্থানীয় ইতিতাস বিষয়ক : আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় ও নির্মাণে 'ভারতী'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে হয়। স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ক বিচিত্র শিরোনামে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। যেমন- 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব (ক্রমশ)', 'বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস', 'হুগলির ইমাম বাড়ি (উপন্যাস)', 'বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাসের সূত্র', 'হিজলী কাঁথির একটা প্রাচীন কাহিনী', 'গ্রাম্য সাহিত্য', 'দারবহোর ইতিহাস ও উপকথা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে হয়। কয়েকটি প্রবন্ধের পাঠ-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এই ধরনের রচনার ভাববস্তু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় গুরুদাস আদক রচিত 'পাণ্ডুয়া' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ (আদক, মাঘ ১৩১৭: ৮৫৪-৮৫৮)। এখানে পাণ্ডুয়ার অধিকার সম্পর্কিত জনশ্রুতি থেকে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। প্রবন্ধের সূচনাংশে প্রাবন্ধিক পাণ্ডুয়ার অবস্থান ক্ষেত্র, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এছাড়া পাণ্ডুয়ার ঐতিহ্য, পাণ্ডুয়ার মিনার প্রসঙ্গ, পাণ্ডুয়ার মসজিদ, বৈচীর প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি ঐতিহ্য মণ্ডিত উপাদানের কথা সবিশেষ না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে, যা স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রামাণ্য তথ্য হিসাবে পরগণিত হতে পারে। প্রবন্ধে পাণ্ডুয়ার একটি সামগ্রিক রূপচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখ করতে

হয়- জনজাতির বর্ণনা, গ্রামীণ পরিবেশ পরিমণ্ডল, এলাকার সীমারেখা, উৎসবাদি-মেলার বর্ণনা, প্রভৃতির দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। লেখক এলাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে জনশ্রুতির আশ্রয় নিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে এটি অন্যতম পাওনা। দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় উপাদান নির্ভর ইতিহাস সৃজনের অমোঘ দৃষ্টান্ত, যা সমকালীন প্রেক্ষিতে ইতিহাস বিরচনে লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতাকে মনে করায়। দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে বলা যায় 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার বহুবিধ রসদ পাওয়া যেতে পারে এখান থেকে। স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় ও নির্মাণে 'ভারতী' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে।

৪.৬ আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কার : আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা সংক্রান্ত নানাবিধ রচনা প্রকাশ হতে দেখা যায় 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন - 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার (ক্রমশ)', 'স্ত্রী আচার', 'সংস্কার রহস্য', 'বিবাহ ও স্ত্রী আচার সম্বন্ধে ইংরাজি পুরাতন প্রবচন', 'মুসলমানের আচার', 'হিন্দুসমাধি প্রথা', 'বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক আচার', 'তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার উৎসবাদি', 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান আচার বিচার', 'আচার' প্রভৃতি। এই ধরনের লেখা থেকে সমকালীন সমাজ মানসিকতার বহুমাত্রিক দিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রবন্ধের পাঠ-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়টি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

বিষয়নিষ্ঠ গভীর চিন্তনের প্রতিফলন ঘটেছে শ্রী সিদ্ধমোহন মিত্র'র 'মুসলমানের আচার। মৃত্যু' সংক্রান্ত প্রবন্ধটিতে (মিত্র, মাঘ ১৩০০ : ৫৯৩-৫৯৮)। প্রাবন্ধিক এই রচনায় মুসলমানদের মৃত্যু সংক্রান্ত রীতি-নীতির নানাবিধ যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মনে হয় আলোচ্য প্রবন্ধ রূপদানের ক্ষেত্রে 'জাতিতাত্ত্বিক' (Ethnographic Theory)- **তত্ত্বের** সার্বিক প্রয়োগ ঘটেছে। আমরা জানি এই তত্ত্বের মূলকথা উদ্দিষ্ট সমাজে গিয়ে তাঁদের ধারাবাহিক জীবন প্রবাহে মিশে জনজাতির সামগ্রিক দিককে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করে তা প্রকাশ করা। প্রবন্ধের পাঠক হিসাবে আমাদের অনুমান লেখক খুব মুসলিম ঘনিষ্ঠে ছিলেন। তা না হলে এতো অনুপঙ্খ বিষয়নিষ্ঠ তথ্যবহুল আলোচনা পাওয়া যেত না। মুসলিম সমাজে কোন মানুষ মারা যাবার পূর্ব মূহূর্ত থেকে মৃত্যুর পরও যে যে আচারাদি পালন করা হয় তার সবিস্তার বর্ণনা আছে। প্রবন্ধে বর্ণনার পাশাপাশি বিশ্লেষণও রয়েছে।

ডাইনি একটি সামাজিক প্রথা। পল্লীগ্রামে এর ব্যাপক প্রভাব। এই ডাইনি প্রথা নিয়ে 'ভারতী'র পাতায় ১১৩৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রী নিরুপমা দেবীর 'পল্লীগ্রামে ডাইনে খাওয়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস যাকে ডাইনিতে ধরে তার খুব ক্ষতি হয়। তাই যেকোন উপায়ে গ্রাম থেকে ডাইনি ছাড়া করতে হবে। এ কারণে ওঝা ডাকা হয়। বিভিন্ন লৌকিক পদ্ধতিতে ওঝা ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া করে। তেল পড়া, জল পড়া, গাছ পড়া, আগুন সহযোগে ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া বা রোগী ছাড়া করা হয়। কখনো কখনো 'ডাইনে'কে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে এঁদের দেখতে লোকজনের ভিড় জমে। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন: 'দুই চারিটি চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি !'— অর্থাৎ প্রবন্ধে উল্লেখিত ঘটনাগুলি প্রাবন্ধিকের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক 'ডাইনি' প্রথা, ডাইনি প্রথার শিকার, ডাইনি প্রথার সামাজিক প্রভাব, সমাজমনস্তত্ত্ব, প্রথা সংক্রান্ত রীতি-নীতি ইত্যাদি দিকগুলি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এই ধরনের আলোচনা থেকে সমকালীন সামাজিক অবস্থা, সমাজ মনস্তত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতি, সমাজ সংস্কারাচ্ছন্নতা বিবিধ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃতি নির্ভর লোকসংস্কৃতিচর্চায় এই ধরনের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-প্রথার কালানুক্রমিক গতি-প্রকৃতিকে জানতে, সমকালীন প্রেক্ষিতে বিষয়গুলিকে বুঝে নিতে আমাদের 'ভারতী'র মতো বিভিন্ন পত্রিকার আশ্রয় নিতে হয়। ভারতীর বিভিন্ন সংখ্যায় বাঙালীদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-প্রথা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্পর্কেও লেখা প্রকাশ পেয়েছে, যা এই ধরনের লেখার বিষয় নির্বাচনের বিচিত্রতাকেই নির্দেশ করে।

৪.৭ উৎসব-পূজা-পাল-পার্বণ: উৎসব-পূজা-পাল-পার্বণ সংক্রান্ত বিবিধ প্রবন্ধ 'ভারতী'র নানা সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- ব্যাঘ্র পূজা, কোলজাতির আমোদ প্রমোদ, মনসার ভাসান, শুভ উৎসব, পল্লীগ্রামের দোলযাত্রা, ছট পরব ও চকচন্দা, মারাঠার শিবাজী উৎসব ও বাঙ্গালীর প্রতাপ সীতা রামোৎসব, উৎসব, পল্লী বালিকাদের উৎসব, শীতলা ষষ্ঠী, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে হয়। আমরা এবারে কয়েকটি প্রবন্ধের দিকে অভিনিবেশ করতে পারি। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক-অগ্রাহায়ণ সংখ্যায় 'গার্সী উৎসব' নামক একটি প্রবন্ধ (জনৈক প্রাবন্ধিক, কার্তিক-অগ্রাহায়ন ১৩০৪: ৪২৭-৪৩০) প্রকাশ পায়। এই উৎসব গ্রামীণ বাঙালিদের একটি স্বল্পপরিচিত উৎসব। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জ্ঞানগর্ভী তথ্যবহুল বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যেখানে উৎসবের সময়কাল, উৎসবের আয়োজকগণ, অংশগ্রহণকারী, উৎসবের উপকরণাদির উল্লেখ রয়েছে। গার্সী উৎসব আপাদ-মস্তক বাঙালির গ্রামীণ উৎসব। রাখাল, গৃহস্থ বাড়ির বৌ-ছেলে সকলেই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তবে উৎসবের আয়োজক মূলত গৃহস্তরা। গৃহস্থের বাড়ির বৃহৎ পরিসরের উঠানে এর আয়োজন করা হয়। উৎসবের উপকরণও হল গ্রামীণ পরিবেশ থেকে সহজলভ্যভাবে প্রাপ্য। যেমন- হরিতকী, শুকতো পাতা, আদা, কাঁচা তেঁতুল, নারকেল ফাঁপ, তালের শাঁস প্রভৃতি। গ্রামীণ পরিবেশে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়ায় এগুলি সহজলভ্য। এটি কৃষি অনুষঙ্গের উৎসব। কৃষাণেরা এতে অংশগ্রহণ করে। এই উৎসবের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন: ' নতুন বিবাহিত বৌকে দেখার আগ্রহ ও অবসর দু'টোর কোনোটায় নেই। তাই দু-চার জন ব্যাতীত বোউ-কে দেখার কেউ নেই।' আমরা জানি নববিবাহিত দম্পতি বা রমণীকে দেখার সাগ্রহ গ্রামীণ পরিবেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু গার্সী উৎসবের দিনে সেই আবেগে ভাটা পড়েছে, যা মূলত গার্সি উৎসবের সামাজিক প্রভাবগত দিককেই উল্লেখ করেছে। বিশেষত উল্লেখ্য নারী-পুরুষ সকলেই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙালির 'Pulse' কেই তুলে ধরেছেন এবং তাঁর লোকায়ত তৃষিত দৃষ্টি এমন ধরনের মনোগ্রাহী কম আলোচিত বিষয়কে পাঠক সমাজে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

লোকদেব-দেবী চর্চায় শীতলাকে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। 'ভারতী' পত্রিকাতেও লোকদেব-দেবী নিয়ে চর্চা কম নয়। এক জনৈক প্রাবন্ধিক ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় 'শীতলা ষষ্ঠী' শীর্ষক প্রবন্ধে মনোগ্রাহী আলোচনার উপস্থাপন করেছেন। এই পূজার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। সেই সঙ্গে পূজার দিন আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানের সূচীপত্রে মতিরায়ের যাত্রা ছিল খুব জনপ্রিয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ষষ্ঠীপূজা শেষ হওয়া মাত্রই পান্তা খেয়ে বারোয়ারী তলায় যাত্রা শোনার অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতো। পূজার দিনের খাদ্যের উপকরণও ছিল একটু ভিন্ন ধরনের (জনৈক প্রাবন্ধিক, ফাল্গুন ১৩০৪: ৫৯৭):

> *" পান্তাভাতের সঙ্গে তৈল লবণ এবং কাঁচালঙ্কা বিরাজিত, আস্ত কলাই সিদ্ধ, লম্বা লম্বা আলতাপাতি শিম সিদ্ধ, বেথোর পাতা, এবং কুল সিদ্ধ, এই সকল দ্রব্যই শীতলা ষষ্ঠীর দিন পান্তভাতের উপযুক্ত ব্যঞ্জন। ইহা ভিন্ন পূর্ব দিন কেহ কেহ ভাল মাছের অম্বলও রাধিয়া রাখে, কিন্তু সকলে নহে। "— বৈচিত্রময়ী ব্যঞ্জন সমষ্টি সহযোগে পূজা কর্ম সমাধা হয়।*

আমরা জানি শীতলা খুব প্রতিশোধ পরায়ণ দেবী। তাঁর পূজা ও মাহাত্ম প্রচারে অস্বীকার করলে ভক্তকে পড়তে হয় তার ক্রোধানলে। এমনই এক জনশ্রুতিমূলক পালার কথা বর্ণনা করা হয়েছে প্রবন্ধের মধ্যে, যার মূল আলোচ্য বিষয় ভক্তের অনিচ্ছাকৃত দোষে তার ওপর বর্ষিত হয় শীতলা মায়ের ক্রোধ। অবশেষে ভক্তের পূজা দেবার প্রতিশ্রুতিতে দেবীর কালাগ্নি থেকে সে মুক্তি পায় এবং প্রতিশ্রুতি মতো ভক্ত তার মাহাত্মমহিমা প্রচার করে। আলোচ্য প্রবন্ধের বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করলে নিম্নলিখিত দিকগুলি উঠে আসবে:

ক. গ্রামীণ সংযোগ সাধনের ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের অনন্য মাধ্যম হিসাবে শীতলা পূজা ও পূজা অনুষঙ্গে আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের যাত্রাপালা অনন্য নজির। প্রাবন্ধিক সেই দিকটিতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

খ. গ্রামীণ জীবনের অন্তরঙ্গতা, দেব-দেবীকে সামনে রেখে অবসর বিনোদনের প্রতিবেশ পরিমণ্ডল ইত্যাদি বর্ণনা অনুপঙ্খভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানে ধর্মীয় উপাদান-উপকরণের লক্ষ্যাভিমুখী অভিনিবেশ অনেক অজানা তথ্যের যোগান দিতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই প্রবন্ধটি।

ঘ. প্রাবন্ধিক শীতলাষষ্ঠী প্রসঙ্গ অপেক্ষা বেশি করে শীতলা পূজা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশি অভিনিবেশ করেছেন। এতে প্রবন্ধ পাঠের সংযোগসূত্রতা ও প্রবন্ধের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট করলেও পত্র-পত্রিকা নির্ভর দেব-দেবী চর্চার ইতিহাসে আলোচ্য প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতা সবিশেষ স্বীকার্য।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'দেশী ছবির মেলা' প্রবন্ধটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পায় (রায়, শ্রাবণ ১২৮৪ : ১০৩৯-১০৪৫)। স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ টানের ফলশ্রুতি এই প্রবন্ধ। দেশীয় ঐতিহ্যময়ী চিত্রকলার অনুপঙ্খ বর্ণনা ফুটে উঠেছে এখানে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার, চঞ্চলকুমার প্রমুখের শিল্পীদের শিল্পকার্য নিয়ে 'দেশী ছবির মেলা' বেশ জাকযমকপূর্ণভাবে জমে উঠেছে, দেশীয় শিল্পের পুনর্জন্ম ঘটেছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় (রায়, শ্রাবণ ১২৮৪ : ১০৪৩):

> *" পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৈসর্গিক এবং কাল্পনিক ও বাস্তবিক ছবির হাট নিয়ে এবারকার মেলাটি এমনি নিখুঁত হয়েছিল যে, কিচ্ছুতেই কেউ ছুৎ ধরে খুঁৎ খুঁৎ করবার যুগ পান-নি।"*

— চিত্র শিল্পীদের নবায়িত ভাব-ভাবনা নবরূপে কিভাবে তাঁদের শিল্প মার্ধুয্যকে প্রকাশ করেছে তারই অনুপঙ্খ বর্ণনা রয়েছে নিবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত তিনটি চিত্র যথাক্রমে - অন্ধ বাউল, দোদুল দোলা, এবং শীত -- প্রবন্ধ মাঝে শোভা পেয়েছে। এছাড়া 'দেশী ছবির মেলা'য় কার ক'খানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, সেই প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মন কাড়ার মতো।

৫. লোকসংস্কৃতিচর্চায় 'ভারতী' পত্রিকা: লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে অবলোকন: লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান — এই পরিভাষার সঙ্গে 'ভারতী'র লেখকগণ পরিচিত ছিল কি ছিলনা সে বিষয়ে আমাদের সংগ্রহে তেমন কোন তথ্য নেই, তবে ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিচার করলে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানগতভাবে লৌকিক উপাদান চর্চার গতিপ্রকৃতি ও প্রবণতাগুলি প্রকটিত হয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান অনুশীলনে 'ভারতী' পত্রিকা সুক্ষানুবীক্ষণ পরিসরের দিকে অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। দেশজ সমাজ সংস্কৃতি বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেশজ আদল বা দেশজ ঘরানার চিত্র ধরা পড়েছে। যেমন আত্মজাগরণের জন্য আমরা বা বাঙালিরা মূলত বীর প্রতাপশালী রাজপুত কাহিনি হজম করতে অভ্যস্ত। সেই ধারা থেকে সরে এসে 'ভারতী' দেশজ কথা, আখ্যানকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলার সমাজ প্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার নানাবিধ রূপ ধরা পড়েছে ভারতীর বিভিন্ন রচনায়। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পরোক্ষ ঐতিহ্যবাহক' (Passive Traditional Bearer) একটি পরিভাষার সঙ্গে আমরা পরিচিত। লোকসংস্কৃতির বিষয় সংশ্লিষ্ট নানা রকমের রচনা প্রকাশের মাধ্যমে পত্রিকাগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা লোকসংস্কৃতি-চর্চার কালানুক্রমিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। ভারতীর বিভিন্ন সংখ্যার পাঠ-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রাবন্ধিক বা সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনা বিচার ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং বেশিরভাগ রচনায় বর্ণনাত্বক (Descriptive), বিশ্লেষণাত্বক (Analytical) লেখা যে নেই তা কিন্তু নয়। প্রাবন্ধিকগণ লোকসাহিত্য বর্ণনার ক্ষেত্রে দেশজ ভঙ্গীকে ব্যবহার করেছেন। জাতির ইতিহাস পুর্নগঠনের (Reconstruction of History) ক্ষেত্রে 'ভারতী'র অবদান ছিল অনস্বীকার্য। স্থানীয় ইতিহাস নির্মাণ, আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা, জনজাতি নির্ভর বিভিন্ন ধরণের আলোচনা জাতির ইতিহাস পুর্নগঠনে আলাদা মাত্রা দান করেছে। অন্যদিকে সময়ানুক্রমের প্রেক্ষিতে (Diachronic Perspective) লক্ষ্যমুখী সংগ্রহ (Purposive Collection) লোকসাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহে 'ভারতী' কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'ভারতী'র সম্পাদকগণ রীতিমত একপ্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে বা আবেদন করে লোকসংগীত (গ্রাম্যগীত) সংগ্রহ

করে ভারতী'র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন (ঠাকুর, বৈশাখ ১২৯০: ৪০)। এরপর পত্রিকা দপ্তরে চারটি গান জমা হয় এবং তা প্রাপ্তিস্বীকার সহ ভারতীর পাতায় ছাপাও হয় (ঠাকুর, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০: ৯৫-৯৬)। লোকসংগীত নির্ভর রচনা ভারতীতে আলাদা মাত্রা দিয়েছে, যা লোকসংস্কৃতির উপাদান নির্ভরচর্চায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের প্রেক্ষিতে মৌখিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তাগিদ লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোকে নির্দেশ করে। এই ধরনের ভঙ্গী লোকসংস্কৃতির সমীক্ষক, গবেষক অন্বেষণ ও তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক , তাঁদের মধ্যে নতুন ভাবে উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করল। সর্বোপরী বাঙালি জাতির ভাবাবেগ বা Emotional Identity-কে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা শুনেছি 'Folklore is the pulse of the people'- 'ভারতী'র বাঙালির জাতির এই 'pulse'কেই সংবন্ধন করে গেছে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে। সেইসঙ্গে এই পত্রিকায় বাংলা ও বাঙালির ঐ 'Emotional pulse'-কে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছে 'ভারতী' পত্রিকা। এছাড়া বিভিন্ন সংখ্যায় যে গল্প প্রকাশ পায় তাতে রূপকথার আমেজধর্মী গল্প রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনা সমূহের বিচার ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী, বাঙালি জাতির ভাবাবেগ বা Emotional Identity উপস্থাপন রীতি, জাতির ইতিহাস পুর্নগঠন কৌশল (Strategy of reconstruction of history), সময়ানুক্রমের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ (Collection of Diachronic Perspective), দেশজ সমাজ-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের দেশজ আদল বা দেশজ ঘরাণা ইত্যাদি দিকগুলি লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার নানাবিধ দিককে ছুঁয়ে যায়। লোকসংস্কৃতির উপাদান নির্ভর অনুশীলনে লোকসংস্কৃতিরবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের প্রয়োগ লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে অনন্য মাত্রা দান করেছে।

৬. মূল্যায়ন: সাহিত্য-চর্চার পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী কখনো ধারাবাহিক ভাবে, আবার কখনো স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র সম্পাদনার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে দু'জন রমণীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, তারা হলেন শ্রীমতী রেনুকাবালা দাসী ও শ্রী শতদল বাসিনী বিশ্বাস জায়া। এঁদের অনেকগুলি প্রবন্ধ 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা, লোকউৎসব, ছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচনাগুলি বিবরণধর্মী, বিশ্লেষণের স্থান খুব কম। লোকসাহিত্যের নানা শাখার স্থান বিভিন্ন সংখায় সংকলিত হয়েছে, যা লোকসংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভূমিকা সম্পর্কিত মূল্যায়ন আমরা এভাবে করতে পারি:

প্রথমত : লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের আঙ্গিকগত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : লোককথা, প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদি নানান উপাদান ভারতীর বিভিন্ন সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

চতুর্থত : অন্তঃপুর বাসিনী রমনীরাও প্রাবন্ধিক হয়ে উঠেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে।

পঞ্চমত : কালানুক্রমিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

ষষ্ঠত : ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেসব আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায় তার বেশ কিছু আঙ্গিক আজ বিলুপ্ত প্রায়। এই সূত্রে বলা যায় লোক আঙ্গিকের ডক্যুমেন্টেশন ক্ষেত্রেও এই পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

স্বভূমির ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে এবং পরম্পরার বৈভব ছড়াতে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অমূল্য নিদর্শন। লুপ্ত রত্নোদ্ধারের সূত্রে এগুলির মূল্যায়ণ করার প্রয়োজন। সেই সূত্রেই বলা যায় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভূমিকা লোকসংস্কৃতিচর্চায় অনস্বীকার্য।

৭. উপসংহার: আমরা জানি বাংলা সাহিত্য-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস চর্চার ধারায় লোকায়ত ধারাটি অনেক বেশি প্রাণৈশ্বর্য্যময়। তবে এই ধারার বিভিন্ন আঙ্গিকের লিখিত রূপ না থাকার কারণে আজ অনেক আঙ্গিক এবং আঙ্গিক সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা হারিয়েছি। সুখের খবর হল 'ভারতী' পত্রিকা এই ক্ষয় রোধে অনেকটা সাহায্য করেছে। পত্রিকা সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক প্রমুখদের বেগবান ও উদ্দেশ্যমুখী ফলপ্রসু গ্রহণযোগ্য নিরলস কর্মপ্রয়াস এইসব পত্রিকাকে জনজীবনমুখী করে তুলেছে। বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা-লিখির অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য্য শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার, প্রসারে নিত্ত-নৈমিত্তিক মাত্রা যোগ করেছে। দীর্ঘকাল যাবত বৃটিশ শাসনাধীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বাঙালি মানস চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। সেখান থেকে মুক্তি প্রয়াসে নানাবিধ পথ অন্বেষণে সদা সচেষ্টভাব প্রকাশ করে। আত্মজাগরণ বা আত্মঅনুসন্ধানের অনন্য মাধুর্যরূপে সাহিত্যের আধার হিসাবে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নেয়। ফলে স্বজাত আত্মগরিমা এবং সমকালীন বাস্তব প্রতিবেশ পরিস্থিতিকে নব চিন্তন-চেতনার মোড়কে মুড়ে স্বাধীন মৌলিক চেতনাভাবে বিশোভিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সূত্রেই বিভিন্ন সময় প্রকাশ পেয়েছে দেশজ ভাবনা সম্পৃক্ত নানাবিধ প্রবন্ধ-রচনাদি। যার মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সৃষ্টিধর্মী নানাবিধ রচনার কথা। বর্তমানে সংস্কৃতিনির্ভর চর্চার ক্ষেত্রে তথ্যের উৎসসূত্র (Information source) হিসাবেও ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া, বিচার ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী, বাঙালি জাতির ভাবাবেগ উপস্থাপন রীতি, জাতির ইতিহাস পুর্নগঠন কৌশল, সময়ানুক্রমের প্রেক্ষিতে লোকায়ত সাহিত্য সংগ্রহ, দেশজ সমাজ-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের দেশজ আদল বা দেশজ ঘরাণা ইত্যাদি দিকগুলিও বিজ্ঞানভিত্তিক লোকসংস্কৃতির চর্চার নানাবিধ দিককে তুলে ধরা সম্ভব। বলাবাহুল্য অবিচ্ছেদ্য বাংলায় জন্ম হয়ে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বিভাজিত হয়ে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পদ ও সম্পদের সৃষ্টিকারীরা ভাগাভাগি হয়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে পরবর্তী সময়ের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। ভৌগোলিক সীমাগত কারণে অনেক পত্রিকা জন্মসূত্রে অবিভক্ত বাংলার হলেও ভৌগোলিক সীমা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাব ফেলে। ফলে চর্চার ক্ষেত্রেও আনুগত্যতা বা অবহেলা দেখা দেয়, নির্মিত হয় অসম চর্চার ইতিহাস। এই শূন্যতার ধারা ধারাবাহিকভাবে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। 'ভারতী' সাময়িকপত্রের নির্বাচিত সংখ্যার নিরিখে পাঠ-বিশ্লেষণ সূত্রে আলোচ্য নিবন্ধটি সেই শূন্যতার প্রলেপমাত্র, যা লোকসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতিচর্চায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

টীকা :

১. প্রবন্ধের লেখক পরিচিতিতে যাঁদের নাম পাওয়া যায়নি তাঁদের লেখক পরিচিতিতে "----------" এই চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। 'ভারতী'তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের তালিকা নেওয়া হয়েছে স্বাতী দাসের 'ভারতী যুগের গল্প সাহিত্য' (১৩২০ থেকে) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্ধর্ভ থেকে। সেখানেও লেখকের নাম উল্লেখ নাই।

২. ধারাবাহিকভাবে একাধিক সংখ্যায় 'প্রবাদ প্রশ্ন' প্রকাশ হয়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় পাদটীকায় সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তা অত্যন্ত মূল্যবান— " মাঝে মাঝে ভারতীতে এইরূপ এক একটি প্রবাদপ্রশ্ন বাহির হইবে। পাঠকগণ তাহা পড়িয়া প্রবন্ধটির ভাবের সহিত মিলাইয়া একটা প্রবাদ স্থির করিবেন। যাঁহার প্রবাদ অধিকবার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে — তিনি এক বছরের জন্য বিনামূল্যে ভারতী পাইবেন। কিম্বা ঐ মূল্যের পুস্তক উপহার পাইবেন।"

৩. 'আসামের খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য' প্রবন্ধটির লেখক হিসাবে শ্রীভঃ'র নাম উল্লেখ আছে। এটি যে লেখকের আসল নাম নয় তা আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের অনুমান লেখক 'শ্রীভঃ' ছদ্মনামে প্রবন্ধটি লিখেছেন।

৪. 'নীলগিরির টোডা জাতি' প্রবন্ধটিতেও লেখক হিসাবে 'ভা সঃ' দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ আছে। আমাদের অনুমান কোন লেখক 'ভা সঃ' ছদ্মনামে প্রবন্ধটি লিখেছেন।

তথ্যসূত্র :

আদক, শ্রী গুরুদাস, মাঘ ১৩১৭, *পাণ্ডুয়া,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ইসলাম, শেখ মকবুল, ২০০৭ লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মুদ্রিত।

ঘোষ, মন্মথনাথ, ১৩৩৪ (বঙ্গাব্দ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ১৯৭৭, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, পবিত্র, ২০০৫, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মহিলা অবদান, কলকাতা: রত্নাবলী, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, পবিত্র, ২০১৪, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসঃ প্রথম খণ্ড, কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রিত। চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ২০০০, স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী, কলকাতা : অনুভাব, মুদ্রিত।

জসীমউদ্দীন, ভাদ্র ১৩৩১, *মুর্শীদ্যা গান,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১২৮৪, *ভূমিকা (সম্পাদকীয়),* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১২৮৪, *ভারতী (কবিতা),* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ ১২৯০, *বাউলের গান,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, *গীতসংগ্রহ,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

দাস, স্বাতী, ১৯৭৮, অভিসন্ধর্ভ: ভারতী যুগের গল্প সাহিত্য (১৩২০ থেকে), বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অমুদ্রিত।

দাসী, শ্রীমতী রেনুকাবালা, ভাদ্র ১৩১৯, *ব্রত মন্ত্র,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

দেবী, সরলা, ভাদ্র ১৩০২, *লালন ফকির ও গগন,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা), ২০০০, স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী, কলকাতা: পূর্বা, মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, ২০১১, সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা: পুনশ্চ, মুদ্রিত।

ভা সঃ, পৌষ ১৩১৭, *নীলগিরির টোডা জাতি,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

মিত্র, শ্রী সিদ্ধমোহন, মাঘ ১৩০০, *মুসলমানের আচার,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

রায়, দীনেন্দ্রকুমার, আষাঢ় ১৩০৪, *প্রবাদ প্রসঙ্গ,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

রায়, হেমেন্দ্রকুমার, ফাল্গুন ১৩২৪, *দেশী ছবির মেলা,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

শ্রীভঃ, মাঘ ১৩১৭, *আসামের খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬, *শনি ব্রত বা চট্টোগ্রামের সান্ধ্য সম্মিলন,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

* জনৈক প্রাবন্ধিক, কার্তিক-অগ্রাহায়ন ১৩০৪, *গার্সী উৎসব,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

* জনৈক প্রাবন্ধিক, ফাল্গুন ১৩০৪, *শীতলা ষষ্ঠী,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

গ্রন্থপঞ্জি :

ইসলাম, শেখ মকবুল, ২০০৭ লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ১৯৭৭, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, পবিত্র, ২০০৫, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মহিলা অবদান, কলকাতা: রত্নাবলী, মুদ্রিত।

চক্রবর্তী, পবিত্র, ২০১৪, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসঃ প্রথম খণ্ড, কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রিত। চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ২০০০, স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী, কলকাতা : অনুভাব, মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা), ২০০০, স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী, কলকাতা: পূর্বা, মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, ২০১১, সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা: পুনশ্চ, মুদ্রিত।

অভিসন্ধর্ভ :

স্বাতী দাস, ১৯৭৮, অভিসন্ধর্ভ: ভারতী যুগের গল্প সাহিত্য (১৩২০ থেকে), বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অমুদ্রিত।

পত্র-পত্রিকা :

আদক, গুরুদাস, মাঘ ১৩১৭, *পাণ্ডুয়া,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

জসীমউদ্দীন, ভাদ্র ১৩৩১, *মুর্শীদ্যা গান,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১২৮৪, *ভূমিকা (সম্পাদকীয়),* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১২৮৪, *ভারতী (কবিতা),* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ ১২৯০, *বাউলের গান,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, *গীতসংগ্রহ,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

দাসী, শ্রীমতী রেনুকাবালা, ভাদ্র ১৩১৯, *ব্রত মন্ত্র,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

দেবী, সরলা, ভাদ্র ১৩০২, *লালন ফকির ও গগন,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

ভা সঃ, পৌষ ১৩১৭, *নীলগিরির টোডা জাতি,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

মিত্র, শ্রী সিদ্ধমোহন, মাঘ ১৩০০, *মুসলমানের আচার,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

রায়, দীনেন্দ্রকুমার, আষাঢ় ১৩০৪, *প্রবাদ প্রসঙ্গ,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

রায়, হেমেন্দ্রকুমার, ফাল্গুন ১৩২৪, *দেশী ছবির মেলা,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

শ্রীভঃ, মাঘ ১৩১৭, *আসামের খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

শ্যামাচরণ, আষাঢ় ১৩১৬, *শনি ব্রত বা চট্টোগ্রামের সান্ধ্য সম্মিলন,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

* জনৈক প্রাবন্ধিক, কার্তিক-অগ্রাহায়ন ১৩০৪, *গার্সী উৎসব,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।

* জনৈক প্রাবন্ধিক, ফাল্গুন ১৩০৪, *শীতলা ষষ্ঠী,* ভারতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা : ভারতী কার্য্যালয়, মুদ্রিত।